গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা

নং-৩৯.০০.০০০০.০৩৫.০৬.০১৩.১৭-১৮. **তারিখ- ২৭ কার্তিক ১৪২৫/ ১১ নভেম্বর ২০১৮**

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)

উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রি, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা এ ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নীতিমালার প্রয়োজন হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১. এই নীতিমালা ‘বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮’ নামে অভিহিত হবে।

২. উদ্দেশ্যাবলী:

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে নেতৃত্বের উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশ ঘটানো;

(২) দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান;

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(৪) সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন।

৩. ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা:

(১) ট্রাস্টি বোর্ড একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে গবেষক/ফেলো বাছাই করবে।

(২) ফেলোশিপ প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(৩) ট্রাস্ট কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম দেশে-বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

(৪) ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ৬(ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ট্রাস্টে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রগতি প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক ফেলোশিপ নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা নিয়ম ভঙ্গ বা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে ট্রাস্টি বোর্ড যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে।

(৫) গবেষকগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার, কর্মশালা, মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করতে পারবে এবং এতে গবেষণা সমাপ্তকারী গবেষকগণ এবং গবেষণা করছেন এরূপ গবেষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।

(৬) বিদেশে ফেলোশিপের সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগের বেশি হবে না।

(৭) সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফেলোশিপের হার বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রতি অর্থ-বছরে যৌক্তিকভাবে ফেলোশিপের হার পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

৪. ফেলোশিপের শ্রেণি, ভাতার হার ও মেয়াদ:

(১) ফেলোশিপের শ্রেণি: দেশে অধ্যয়নের জন্য ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল শ্রেণির ফেলো নির্বাচন করা হবে। বিদেশে অধ্যয়নের জন্য এমএস/এমফিল/সমমান এবং ডক্টরাল শ্রেণির ফেলো নির্বাচন করা হবে।

(২) বাংলাদেশের খ্যাতনামা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটে এবং ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটে অধ্যয়নের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। যারা উপর্যুক্ত দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউটে এমএস/সমমান ও ডক্টরাল কোর্সে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু আর্থিক অনুদানের অভাবে শিক্ষাজীবন শুরু করতে পারছেন না তাদেরকে ফেলোশিপ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তাছাড়া, যারা উপর্যুক্ত দেশসমূহ হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন তাদেরকে ডক্টরাল কোর্সে ফেলোশিপ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৩) ফেলোশিপের মেয়াদ: এমএস ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর, ডক্টরাল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর এবং পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর।

(৫) ফেলোশিপের ভাতার হার: এমএস/এমফিল/সমমান, ডক্টরাল এবং পোস্ট ডক্টরাল শ্রেণির ফেলোগণের নিম্নবর্ণিত হারে মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদান করা হবে।

(ক) **লিভিং এলাউন্স** (মাসিক): বিদেশে (জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহ) অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৯৬,০০০ টাকা ও অন্যান্য দেশে ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পিএইচডি ২৫,০০০ টাকা; তবে পোস্টডক্টরেটের ক্ষেত্রে এই হার ৩৫,০০০ টাকা হবে।

(খ) **টিউশন ফি:** বিশ্ববিদ্যালয়/ইন্সটিটিউট নির্ধারিত রেটে প্রকৃত টিউশন ফি;

(গ) **বইপুস্তক ক্রয়** (এককালীন): বইপুস্তক ক্রয় বাবদ বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৬০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা;

(ঘ) **থিসিস ফি** (এককালীন): বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে থিসিস ফি বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা;

(ঙ) **বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি:** বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণের জন্য প্রকৃত বিমান ভাড়া, স্বাস্থ্য বীমা ও ভিসা ফি;

(চ) বিদেশে ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর হওয়ায় ২ (দুই) বছর সফল সমাপ্তির পর আরও একবার আসা যাওয়ার বিমান ভাড়া;

(ছ) সেমিনার আয়োজন ও থিসিস পেপার উপস্থাপনের জন্য এককালীন বিদেশে ৭৫,০০০ টাকা এবং দেশে ৩০,০০০ টাকা।